# হাঁস-মুরগীর রোগ প্রতিরোধে টিকা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের গুরুত্ব

বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ সম্বলীত একটি শিল্প। এ শিল্পে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বিনিয়োগ প্রায় ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকায় পৌছাবে বলে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো তাঁদের পরিকল্পনার মাধ্যমে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হলে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক সম্ভাবনাময় একটি দেশে পরিণত হবে। কারণ এ শিল্প যেমন একদিকে দেশের আপামর জনগণের জন্য সস্তায় পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করবে অন্যদিকে তেমনি গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি সার্বিকভভাবে দেশে বেকারত্ব দূরীকরণেও ভূমিকা রাখবে।

শিল্পটিকে মজবুত কাঠামোয় গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হলো: হাঁস-মুরগিতে কার্যকর টিকা প্রয়োগ কার্যক্রমের বিকাশ ঘটানো, সঠিক বা গুণগত মানসম্পন্ন টিকার যোগানের পাশিপাশি ছোট বড় মুরগি খামারীগণের উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান সমৃদ্ধকরণে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ খামারীগণকে জীবনিরাপত্তা জ্ঞান বিষয়ে হাল নাগাদ ধারণা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

টিকা প্রদান মোরগ-মুরগী পালন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম। আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় যে, বিশেষ কোনো রোগের বিরুদ্ধে টিকা দেয়ার পরেও খামারে একই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। এর কারণ, আমাদের দেশে প্রান্তিক সম্প্রসারণ কর্মীগণের টিকা সংরক্ষণ বিষয়ে জ্ঞানের দারুণ অভাব রয়েছে। গুণসম্পন্ন টিকা উৎপাদন বা আমদানি, সঠিক পদ্ধতিতে এর সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং কারিগরী মানসম্পন্ন প্রয়োগকারীর যথেষ্ট দক্ষতা এ ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে দেশের ছোট, মাঝারি এবং বড় খামারীগণকে ব্যাপক পরিসরে টিকার প্রয়োগ, সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং খামারে জীবনিরাপত্তা বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এই কর্মসূচী ভবিষ্যতে এই শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

এ ব্যাপারে পোল্ট্রি শিল্পসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে যদি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে, তবে এ শিল্পে অবশ্যই গুণগত পরিবর্তণ প্রত্যাশা করা যায়। মিডিয়াগুলো কেও এ ব্যাপারে জোরদার ভূমিকা রাখতে স্বতস্ফুর্ত্যভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং অধিদপ্তর দেশের খামারীগণকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জীবনিরাপত্তা, ভ্যাকসিন সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রয়োগের কারিগরী জ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে এবং মুরগির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সহজলভ্য নিরাপদ বিপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে দেশে হাঁস-মুরগীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং পুষ্টির ঘাটতি অনেক কমে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি জনগণ এতে করে নিরাপদ পুষ্টিরও নিশ্চয়তা পাবে আগামী দিনে।

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।